ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# "বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

## প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

**উত্তর:** বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিবিধ নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সকল নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, এ সকল তহবিল থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তবে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা ও তা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ, প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণসহ জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিবিধ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। জলবায়ু খাতের টিআইবি'র পূর্বের গবেষণাগুলো সুনির্দিষ্ট তহবিল, এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশে জলবায়ু খাতে সুশাসনের সার্বিক চিত্র সম্বলিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান । এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের আওতায় বাংলাদেশে গৃহীত বিবিধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও ফলাফল সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

## প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

**উত্তর:** গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ানে সুশাসন পর্যালোচনা করা। তবে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো– বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ; বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন পর্যালোচনা; জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা।

## প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার তথ্যের উৎস কি এবং কীভাবে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে?

**উত্তর:** এটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। পরিমাণগত ও গুণগত উভয়পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তহবিল ও প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে উন্মুক্ত উৎসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

## প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার তথ্য কোন সময়কাল পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে?

**উত্তর:** গবেষণায় ২০০৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ১২টি তহবিলের আওতায় ৯৪২টি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ুসংক্রান্ত জাতীয় বাজেট বরাদ্দ (২০১৫-২০২৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জুন ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে ।

## প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

**উত্তর:** সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সময়/মেয়াদ, বাজেট, বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার এবং বিবিধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। সরকার বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করলেও তা মোট বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় নগণ্য। ফলে, সরকারের নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে, জলবায়ু তহবিল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকেন্দ্রীক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টেকসই ফলাফল অর্জনের সুযোগ থাকলেও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে তা অর্জিত হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাতেও দুর্বলতা রয়েছে।

বিশেষকরে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি ২০০৯) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ যুগোপযোগী নয়। পরিকল্পনা ও নীতিতে তহবিল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি ও নির্দেশনা অনুপস্থিত রয়েছে। সার্বিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি– প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বাজেট বরাদ্দ, চাহিদা, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও পরিকল্পনা ও নীতির সাথে সংগতিহীন প্রকল্প গ্রহণ, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়।

### প্রশ্ন ৬: এ গবেষণায় সুপারিশসমূহ কী কী?

**উত্তর:** সার্বিকভাবে, গবেষণায় মোট ৯টি সুপারিশ এসেছে। সুপারিশসমূহ হলো– বিসিসিএসএপি ২০০৯ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করতে হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধন করতে হবে; রাজস্ব বাজেটের বাইরে বিসিসিটিকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম যেমন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, কার্বন ট্রেডিং, ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যাকানিজমসহ বেসরকারি অর্থায়ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে; থিমভিত্তিক, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসভিত্তিক, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পথ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। পথ নকশায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; বিসিসিটির আওতায় স্বল্প মেয়াদি এবং টাকার অংকে ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিহার করতে হবে।

প্রান্তিক, দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা এবং স্থান যেখানে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন স্থানে বিসিসিটি থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে; বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় এবং অন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতে বিপদাপন্নতার সূচক এবং ভৌগোলিক/স্থানিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিতে হবে; জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসহ অংশীজন সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে, অবকাঠামো ও সৌর সড়ক বাতিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।

### প্রশ্ন ৭: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

**উত্তর:** গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ বাংলাদেশের সকল জলবায়ু অর্থায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ গবেষণা বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

### প্রশ্ন ৮: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

**উত্তর:** টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি-সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

*********